দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 07 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বৃত্তির খবর

অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ

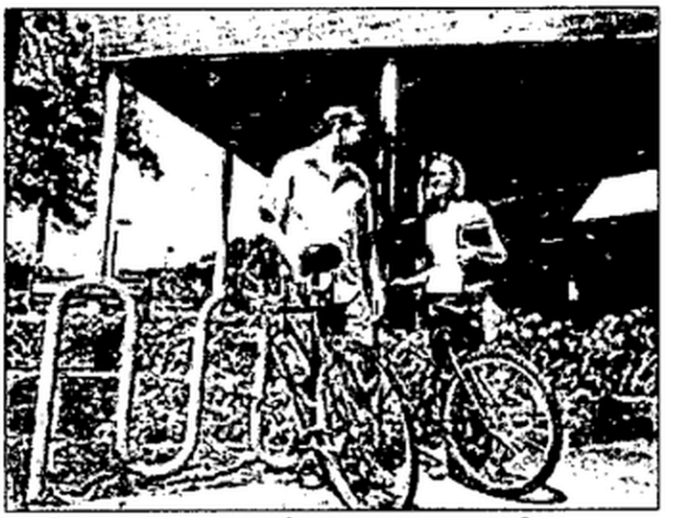

২০০৩ সালে অপেন ক্যাটাগরিতে অস্ট্রেলিয়ায় মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছে 'দ্য অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (AusAID). মোট স্কলারশিপের ৫০% মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। নির্ধারিত কোটায় যে কোন উপজাতীয় প্রার্থীরাও এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে ইতোপূর্বে যাঁরা পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য অন্য কোন স্কলারশিপ পেয়েছেন তাঁরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

যে সব বিষয়ে পড়াশোনা করা যাবে

১। এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ২. বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ৩. ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স, ৪. ইঞ্জিনিয়ারিং (এনভায়রনমেন্টাল/ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স), ৫. এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ/ম্যানেজমেন্ট, ৬. ইনফরমেশন টেকনোলজি, ৭. পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ৮. পাবলিক হেলথ। উল্লেখ্য, যাঁরা বাংলাদেশে আর্সেনিক মিটিগেশন নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ/ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

আবেদন করার যোগ্যতা

১। সকল প্রার্থীর বয়স ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারিতে কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। ২। প্রত্যেক প্রার্থীকে ৪ বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন হতে হবে। ক) উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়।

খ) অউপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনের সকল পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে।

৩। যে কোন প্রার্থী কেবল একটি বিষয়েই আবেদন করতে পারবেন। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অধ্যয়ন বিষয় অবশ্যই সাম্প্রতিক চাকরি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর কোন প্রার্থী বিষয় পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৪। বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের সঙ্গে যা দিতে হবে

১। সাদা কাগজে নিজ হাতে লেখা ইংরেজী দরখাস্ত, ২। প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি; ৩। পছন্দের বিষয়টি কেন নিলেন এবং প্রস্তাবিত কোর্স শেষ করে দেশে ফিরলে তাদের অর্জিত জ্ঞান কি কাজে লাগাবেন সে বিষয়ে টাইপ করা ইংরেজী স্টেটমেন্ট; ৪। C V. ৫। সকল পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট এবং নম্বরপত্র, ৬। বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের পূর্বের এবং বর্তমান কর্ম অভিজ্ঞতার সনদ; ৭। উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিজ জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট।

প্রার্থী যাচাই পদ্ধতি

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের চলতি বছরের মে মাসে আইইএলটিএস পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা IELTS পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবেন কিংবা যাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হবেন তাঁদের আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। IELTS পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রার্থীকে কমপক্ষে ৬.৫ স্কোর করতে হবে।

যাঁরা আবেদন করতে পারবেন না

১। যদি কোন প্রার্থী অন্য কোন স্কলারশিপ ইতোমধ্যে পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। ২। যাঁরা ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করেছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন না।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

আবেদনপত্র পাঠাতে হবে চলতি মাসের ২৯ তারিখের মধ্যে। প্রত্যেক প্রার্থীকে আবেদনের ক্যাটাগরি এবং বিষয় উপ এবং খামের ওপর নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে। আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় The first secretary (Development Assistance) Aus AID. Australian High Commission. 184 Gulshan Avenue. Dhaka-1212.

আরিফ হাসান